মার্চ মাস ২০১২! টান টান উত্তেজনা। "ঢাকা চল, ঢাকা চল"। যেতেই হবে। কিন্তু ঢাকা বন্ধ। উপায় নেই। এক রত্তি লঞ্চ শরিয়ত পুর ১। সন্ধ্যা হতেই তড়িঘড়ি। হাঁস মুরগী, শুঁটকী, সবজি, কাচা লঙ্কা, বাক্স পেটরা ও আণ্ডা বাচ্চা। ঠাসা ঠাসি। তুলো ভর্তি বালিশের মত। কেউ প্রবাসী হতে। কেউ স্বজন দেখতে। কেউ কুটুমের আপ্যায়ন শেষে। অন্য যানবাহন নেই। উপায় হীন। শেষ সম্বল শরিয়ত পুর ১। যাত্রা শুরু। কে ভেবেছিল এ যাত্রাই শেষ যাত্রা! আর দেখবে না লিটন ফেরিওয়ালা তার ছেলেকে। বিটিভির ক্যামেরা ম্যানের স্বজনরা আর ফিরবে না কোন দিন। দেখবে না প্রবাসী বাচ্চা তার বাবাকে। সব শেষ। চিরকালের মত।

মাঝ রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। অঘোর ঘুম। স্বপ্নে বিভোর। সলাত সলাত পানির বুক চিরে চলছে শরিয়ত পুর ১। সারিঙের অভ্যাস এ সময় মোবাইলে কথা বলা। এ্যাসিটেন্টকে বসিয় নির্জনে - নিশ্চিন্তে। এ রকমই করে প্রতিদিন। আধা সারিঙ সার্চ লাইট বন্ধ করে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। সঙ্গে শরিয়ত পুর, ডামুড্যা, নাড়িয়া উপজেলার শ'তিনেক তরতাজা প্রাণ। খেটে খাওয়া শরীর। নোনা পানির ফুরফুরে বাতাসে শিশুর মত ঘুমাচ্ছে। গজারিয়া পার হতেই বিকট শব্দ। আচমকা ধাক্কা। দেখলো না কেউ। দেখবেই বা কি করে, সার্চ লাইটতো বন্ধ। সারিঙ তো মোবাইলে! তেল বাহী না বালু বাহী? কে জানে? ঘুট ঘুটে অন্ধকার। মূহূর্তে হায়ানার মত ঢুকে পড়ছে নোনা জল। অক্টোপাসের মত সাপটে ধরলো সব ক'টা প্রাণ। জলমগ্ন বিকট অন্ধকারে অসহায় মানুষ। একটু নি:শ্বাস নিতে সেকি প্রচেষ্টা! শক্তির সর্বোচ্চ লড়াই! অসহায় উপায়হীন! অসহ্য ছটফটানি! কে আগে বেরুবে। হলো না বেরুনো। তার আগেই নি:শ্বাস টুকু শেষ। সাঙ্গ হলো জীবন। নিথর নিস্তব্ধ! বাবাকে জড়িয়ে ঘুমে কাতর ছেলে। মার কোলে দুধের ছোট্ট বাচ্চা। রেহাই পেলনা কেউই। যেন সস্তা একটা জিনিষ। যার যেটুকু ছিল শেষ হলো এক নিমিষে। আধা জাগা ক'জন বাঁচতে চেয়ে ছিল চিৎকার করে। বেচেও গেল কেউ কেউ। সাত মাসের শিশু ঝালের বস্তার উপর! কি করে এলো ?

কেউ জানে না। বাচ্চাটা বেচে আছে। বিধাতার খেলা । বড়ই আজব। বাবা লিটন বাঁচল বটে কিন্তু ছেলেটা তখনো ঘুমে । বাঁচাতে পারে নি।

কাক ডাকলো। সকাল হলো। অমানিশার অন্ধকারে ৭০ মিটার নোনা পানি ভেদ করে তলিয়ে গেছে শরিয়ত পুর ১। পানি উপর এখন শুধু বুদ বুদ আর বুদ বুদ! গজারিয়ার বাতাস ভারি হতে লাগলো স্বজন হারা মানুষের বুক ফাটা চিৎকারে। বাবাকে হারিয়েছে অবুঝ শিশু। সন্তান হারা অসুস্থ বিধবা। ছোট ভায়ের লাশ আঁকড়ে সে কি মাতম! কে বুঝাবে? কে সান্ত্বনা দেবে? কাকে সান্ত্বনা দেবে? গজারিয়ার মেঘনা ঘাট। শুধু লাশ আর লাশ! মানুষের আহাজারি ।

আসলো উদ্ধার কারি জাহাজ "হামজা ও রুস্তম" দু'ভাই । তুলে আনলো একে একে ১৪৮টি লাশ। এত লাশ এক সাথে সামলাবে কে? সে কি সহজ কথা? দেরিতে হলেও মন্ত্রী এলেন। লাশের গন্ধ আর স্বজনের আহাজারিতে হাফিয়ে উঠলেন। সাহায্য দিলেন সৎকারের। মাথা গুনে ৩০ হাজার। সস্তায় দফা রফা। না হলো প্রতিকার না পাওয়া গেল সুব্যবস্থা।

ঢাক যাওয়া বন্ধ হয়নি। তখনও ঢাকায় চলছে মহা সমারোহ। ঝঙ্কারিত মাইক। উৎসাহিত ক্ষ্যাপা মানুষ। অগ্নীঝরা মার্চের নতুন শপথ। গজারিয়ার অমানিশা তাদের কাছে গৌণ একটা খবর মাত্র।